"বিভা[illegible] প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে খুলনা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় নগর। খুলনা ১৮৮৪ সালে পৌরসভা ঘোষিত হয় এবং এর এক শতাব্দী পর ১৯৮৪ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। ১৯৫০ থেকে ৭০ সালের মধ্যে পাট, শিপইয়ার্ড, বিদ্যুৎকেন্দ্র, হার্ডবোর্ড , বস্ত্র ও নিউজপ্রিন্ট মিলস এর মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এখানে। যার মধ্যে অনেকগুলোই এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ১৫ লাখ লোক অধ্যুষিত এই শহর ৩১টি ওয়ার্ডে বিভক্ত যার আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গকিলোমিটার। খুলনার নির্বাচিত সিটি কাউন্সিল ৩১ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ১০ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও একজন মেয়র নিয়ে গঠিত যার মোট সদস্য সংখ্যা ৪১ জন। উপকূলীয় শহর হিসেবে খুলনায় প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে শহর ও শহর উপকূলে ড্রেন উপচে পরা এবং জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। লবণাক্ততা আরেকটি বড় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় হিসেবে বিবেচিত।"

আমাদের আইনি ক্ষমতা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯, অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন তাদের এখতিয়ারের মধ্যে স্যানিটেশন পরিষেবা নিশ্চিতের জন্য দায়বদ্ধ। তাই, খুলনা সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর জন্য উন্নত পৌরসেবা এবং জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে (জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধি) নির্ধারিত শহরে আইনি ভিত্তি প্রয়োগের জন্য দায়বদ্ধ এবং একইভাবে বিল্ডিং-এর অংশ হিসাবে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের মানদণ্ড নিশ্চিত করে। খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (কেওয়াসা) পানীয় জল এবং উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা সমাধানের জন্য দায়বদ্ধ।

ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (এফএসএম) ২০১৭-এর ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কে (আইআরএফ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা এফএসএম বাস্তবায়নের উপায় এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের নির্দিষ্ট ভূমিকা, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীদের পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদান করার প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করে।

পয়ঃনিষ্কাশন পরিস্থিতি

(২০১৯ সালের Annual Performance Monitoring Survey অনুযায়ী)

পরিবারসমূহ (হাউজহোল্ডস) মোট ৭০,২২১

৯৫ শতাংশ পরিবারের নিজেদের শৌচাগার আছে এবং তা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয় না।

কিন্তু মাত্র **১১.৮ শতাংশের** পরিবেশগত ভাবে নিরাপদ শৌচাগার আছে।

৬৬.৮ শতাংশ পরিবারের সেপটিক ট্যাংক আছে। **২২.৭ শতাংশের** গর্তের শৌচাগার ও **১০.৪ শতাংশের** শৌচাগার সরাসরি নালা বা পানিপ্রবাহের পথের সঙ্গে যুক্ত।

বস্তিতে বসবাসরত মাত্র **৯.৪ শতাংশ** পরিবারের সাবান ও পানিসহ হাত ধোয়ার সুবিধা আছে। অন্যদিকে, বস্তি নয় এমন এলাকায় এই হার **৫০.৯ শতাংশ**।

৮১.৩ শতাংশ মাসিককালীন নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (MHM) সুবিধা রয়েছে।

এ যাবৎ **২৫.৮ শতাংশ** পরিবার তাদের সেপটিক ট্যাংক বা গর্ত পরিচ্ছন্ন করেছে। যাদের মাত্র **৫.৫ শতাংশ** যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা সুবিধা ব্যবহার করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ৫৫

৪৩.২ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলিক লক্ষ্যের পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা রয়েছে।

মাত্র **৩১.২ শতাংশের** সচল শৌচাগার রয়েছে, যেগুলোতে গোপনীয়তা বজায় রাখা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়।

২১.৬ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাবানসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৯২.৪ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে MHM সুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে, মাত্র **১.১ শতাংশ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও নিরাপদ MHM সুবিধা মেলে।

৩৫.২ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কঠিন বর্জ্য ধারণ ও নিষ্কাশনের নিরাপদ ব্যবস্থা রয়েছে।

৪৫.৬ শতাংশ বিদ্যালয় সময়মত সেপটিক ট্যাংক বা শৌচাগারের গর্ত পরিচ্ছন্ন রাখে অথবা পরিষ্কার করে।

জনসমাগমস্থল
মোট ৭৮টি

৬০.৩ শতাংশ জনসমাগমস্থলে শৌচাগার আছে।

২৭.৩ শতাংশ জনসমাগমস্থলে নারী ও পুরুষের পৃথক শৌচাগার সুবিধা রয়েছে।

মাত্র ১.৩ শতাংশ জনসমাগমস্থলে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শৌচাগার সুবিধা আছে।

সব জনসমাগমস্থলে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ শৌচাগার রয়েছে। কিন্তু এর মাত্র ২১ শতাংশে সাবান পাওয়া যায়।

৮৮ শতাংশ জনসমাগমস্থলে শৌচাগারে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রসমূহ
মোট ৬১টি

সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সচল শৌচাগার রয়েছে।

মাত্র ৫৪.৬ শতাংশে গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থাসহ পরিচ্ছন্ন শৌচাগার আছে।

৭৯.২ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে সাবান ও পানিসহ হাত ধোয়ার সুবিধা রয়েছে।

৩৬.৪৬ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি (MHM) মেনে চলার সুবিধা রয়েছে। এর মাত্র ৪.৬ শতাংশে নিরাপদ MHM সুবিধা আছে।

কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবাবর্জ্য সংগ্রহ, ধরন অনুযায়ী পৃথকীকরণ ও অপসারণের ব্যবস্থা নেই।

পয়ঃবর্জ্য প্রবাহচিত্র (শিট ফ্লো ডায়াগ্রাম-এসএফডি)

একটি শহরে পয়ঃবর্জ্য ধারণ, পরিচ্ছন্নকরণ, পরিবহন ও শোধন কতটা নিরাপদে হয় বা হয় না তা দেখানোর কার্যকর উপায় হলো এসএফডি।

খুলনায় মাত্র ৪ শতাংশ পয়ঃবর্জ্য নিরাপদে ব্যবস্থাপনা হয়। ১ শতাংশ ধারণ ইউনিটে নিরাপদে থাকে, ১ শতাংশ বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা (DEWATS) ব্যবহার করে এবং ৯ শতাংশ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে বা এফএসটিপিতে শোধন করা হয়।

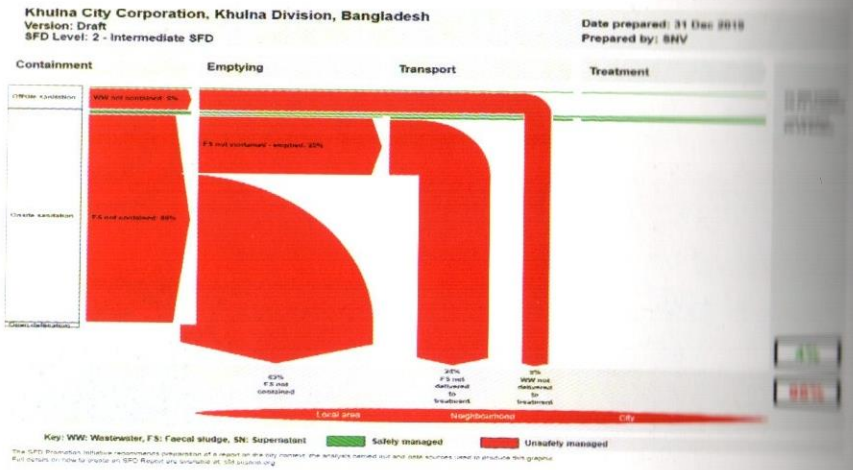

এফএসএম (ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট)-এর সুবিধা

বাসিন্দাদের চাহিদার ভিত্তিতে (এফএসএম হটলাইন নম্বর ০১৭০১৬৮৮৬৫৩-৫) কেসিসি পুরো নগরে সেপটিক ট্যাংক ও শৌচাগারের গর্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করার সুবিধা দেয়। কেসিসি ৫,০০০, ২,০০০ ও ৭,০০০ লিটার-এর চারটি ভ্যাকুট্যাগের (যন্ত্র) মাধ্যমে এই সুবিধা দেয়। আর তিনটি সিডিসি (কমিউনিটি ডেভেলেপমেন্ট কমিটি) ক্লাস্টার ১,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার তিনটি ভ্যাকুট্যাগ ব্যবহার করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে এই সুবিধা দেয়। এরই মধ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসএনভি পরবর্তী দশ বছরের জন্য CAPEX, OPEX এবং নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে প্রদত্ত সেবার আর্থিক বিশ্লেষণ করেছে এবং দুটি নতুন পরিবর্তনসহ সংশোধিত মূল্যকাঠামো কেসিসি'র বিবেচনার জন্য পেশ করেছে।

ভ্যাকুট্যাগসেবার মাশুল (বাংলাদেশি মুদ্রায়)				
ভ্যাকুট্যাগের আকার	সেপটিক ট্যাংক/শৌচাগারের গর্ত			
	৫,০০০ লি.	৭,০০০ লি.	২,০০০ লি.	১,০০০ লি.
প্রথম দফা	৪,০৯৫	৫,২৯৫	২,৩৯৫	১,০০০
পরবর্তী দফা	৪,০৬০	৫,২৬০	২,৩৬০	১,০০০

- প্রতি ১০০০ লিটার বা ১ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি মার্কেট সেগমেন্ট বিবেচনা করা হয়েছে: আবাসিক, অনাবাসিক এবং বস্তি/নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী (এলআইসি)।

ক্র. নং	বাজার বিভাজন	% বিএলটি	পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ৯৬৪ BDT/m^3	৬-১০ বছর ১,০৬০ BDT/m^3
BDT/m^3 (ভ্যাট বাদে)		BDT/m^3 (ভ্যাট বাদে)		
১	আবাসিক (বস্তিবিহীন)	১০০%	৯৬৪	১,০৬০
২	আবাসিক (বস্তি/এলআইসি)	৫০%	৪৮২	৫৩০
৩	অনাবাসিক (সরকারি, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য)	১৫০%	১,৪৪৬	১,৫৯০

সর্বোপরি অনুমোদিত মূল্যকাঠামো (ট্যারিফ) ও পরিষেবাগুলির স্থায়িত্ব বিবেচনায় এই বেস লেভেলাইজড ট্যারিফ (বিএলটি) প্রস্তাব করা হয়েছে। আর্থিক ঝুঁকি কমাতে এবং প্রাইভেট কোম্পানি নিযুক্ত হলে এই ট্যারিফ প্রযোজ্য হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, সংশোধিত মূল্যকাঠামো প্রয়োগ করে, কেসিসি এফএসএম পরিষেবার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে এবং এসডিজি ৬.৩ অর্জনে অবদান রাখবে।

কন্জারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট ও সিডিসি ২০১৭ সালের মার্চ থেকে প্রায় ৩,৮৫০ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও রাজবন্ধে অবস্থিত ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে বা পরিশোধনাগারে নিয়ে অপসারণ করেছে। বর্তমানে পরিশোধনাগারের দৈনিক মোট ধারণ ক্ষমতা ১৮০ ঘন-মিটার। একটি পুরাতন ল্যান্ডফিলের উপর নির্মিত প্রতিদিন ১৮০ ঘন-মিটার সামগ্রিক ধারণক্ষমতার এই পরিশোধনাগার বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ, যা ওয়েটল্যান্ড এবং ছয়টি ড্রাই বেড প্রযুক্তি নিয়ে গঠিত এবং যেখানে একটি পারকোলেশন এবং পলিশিং পন্ড প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিশোধিত পানির মান নিশ্চিত করা হয়।

পয়ঃনিষ্কাশনে অংশীদারি উদ্যোগ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-সিআরডিপি):

এডিবি নগর অবকাঠামো উন্নত করার পাশাপাশি সমন্বিত পরিকল্পনা, টেকসই সেবা বিতরণসহ প্রকল্প প্রস্তুতি এবং খুলনা বিভাগ জুড়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সাশ্রয়ী জ্বালানি, পরিবেশবান্ধব সড়ক পরিষেবা, অধিক সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সিটি কর্পোরেশনের শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার জন্য কাজ করে।

ওয়াটারএইড-এর ওয়াশ ফর আরবান পুওর:

বাংলাদেশের শহরের ৩০টি বস্তির, বিশেষ করে কেসিসি'র দরিদ্রতম এলাকার মানুষের পরিচ্ছন্নতার কথা বিবেচনা করে চার বছরের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। যুক্তরাজ্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এজেন্সি (সিডা)-এর অর্থায়নে ২০১৮-২০২২ সাল মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নবলোক। সিডা'র ভাবনার মূলে রয়েছে এসডিজি লক্ষ্য ৬, যা টেকসই সেবা, সমতা, পরিচ্ছন্নতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এ কার্যক্রমের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন, পানি নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র তুলে ধরা হবে পরিবর্তনের গল্পের মাধ্যমে।

এলজিডি, ডিএফআইডি ও ইউএনডিপি'র লাইভলিহুডস ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পুওর কমিউনিটিস (LIUPC):

নগরের দরিদ্রদের টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে এবং জীবনমানের উন্নয়নে ২৭৬টি সিডিসি নিয়ে এলআইইউপিসি প্রকল্পের (২০১৮-২০২৩ সাল) কাজ চলছে। তারা কাজ করছে প্রধান পাঁচটি এলাকার ৮৬,০০০ মানুষ নিয়ে। প্রতিটি এলাকার মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগরের স্বল্পআয়ের দরিদ্র মানুষের জন্য জলবায়ু-উপযোগী আবাসন; অনানুষ্ঠানিক সমঝোতার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা; নারী ও বালিকাদের জন্য দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারে এমন (রিজিলিয়েন্ট) অবকাঠামো গড়া এবং দরিদ্রদের উপযোগী নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা করা।

ব্র্যাকের নগর উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউডিপি):

নগর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক ২০১৬ সাল থেকে ৩২টি বস্তি, ৩২টি সিবিও ও ৬০০ প্রাথমিক দল নিয়ে ৮০ হাজার লোকের জন্য কাজ করছে। সমৃদ্ধি আনা, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য কমানো এবং শহরের দরিদ্রদের অধিকার সচেতন করতে বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে নগরকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সব মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্থায়িত্বশীল করতে তাদের এ কার্যক্রম। বিশেষকরে গাদাগাদি করে অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে বসবাস করা মানুষের জন্য বাসস্থান, নিরাপদ ও সুলভে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করছে।

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন:

২০১৪ সাল থেকে সিটি করপোরেশন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসএনভি'র সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন এনগেজমেন্ট (CWISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর লক্ষ্য স্থায়ীত্বশীল ও পরিবেশগতভাবে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ও উন্নত পরিচ্ছন্নতা সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্য ও জীবনমানের উন্নয়ন করা। এ সময়ে আমরা এসএনভি'র সঙ্গে যৌথভাবে এসডিজি ৬.২ ও ৬খ অর্জনে নগর পয়ঃনিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ, বিভিন্ন সেবার চাহিদা সৃষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশোধন সুবিধার জন্য ব্যবসায়িক মডেলের উন্নয়ন, গণশৌচাগার সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছি।

পয়ঃনিষ্কাশনে প্রধান উদ্যোগসমূহ

পয়ঃনিষ্কাশন পরিকল্পনা

- **ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়ঃনিষ্কাশন কৌশল:** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে সব শ্রেণির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনার পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে। এ লক্ষ্যে বস্তি ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনা নিশ্চিত করতে অংশীজনদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ওয়ার্ড পয়ঃনিষ্কাশন কৌশল করতে হবে। নাজুক অকাঠামো পরিস্থিতি, দরিদ্র পরিবার এবং বর্জ্য-পানি ব্যবস্থাপনার বৃহৎ পরিকল্পনার (WWMMP) আওতা বিবেচনায় নিয়ে কেসিসি ইতোমধ্যে ওয়ার্ড নম্বর ২, ১৫ ও ২২ কে বাছাই করেছে। এসএনভি প্রণীত [illegible] ম্যানুয়াল অনুসরণ করে পয়ঃনিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়। বাছাইকৃত এই ৩টি ওয়ার্ডের জনগণ একটি স্যানিটেশন ম্যাপিংসহ তাদের স্যানিটেশন চাহিদাগুলি সনাক্ত করতে, তাদের ওয়ার্ডে স্যানিটেশন অ্যাকশন প্লান তৈরিতে জড়িত আছেন যা বিদ্যমান উদ্যোগগুলিকে সমন্বয় করে বর্তমান অবস্থা থেকে ওয়ার্ডটিকে একটি নিরাপদ, [illegible] স্থিতিশীল স্যানিটেশন ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে।
- **সমন্বিত নগর তথ্য ব্যবস্থা (IMIS) তৈরি:** নগরনেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিকল্পনার ও সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে তদারকির ব্যবস্থা হিসেবে CWISE প্রকল্পের আওতায় IMIS তৈরি করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় অবকাঠামো, সুবিধা ও পরিবারের GIS ভিত্তিক [illegible] সমন্বয় ঘটানো হবে। এটা নগরের সার্বিক সেবা ব্যবস্থাপনার সুযোগ করে দেবে। এর মধ্যে রয়েছে পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহকর, কঠিনবর্জ্য, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা। এফএসএম সেবার ব্যবস্থাপনার জন্য কেসিসি বর্তমানে গ্রাহক ডেটাবেইজ ব্যবহার করছে।
- **বর্জ্য-পানি প্রকল্পের সঙ্গে এফএসএম সম্পর্কিত অবকাঠামোর সমন্বয়:** এডিবি'র সহায়তায় খুলনা ওয়াসা খুলনার মোট আয়তনের ৭০ শতাংশে বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এ প্রকল্প আগামী ১০ বছর ধরে ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ও এফএসএমের মতো পাইপলাইনের ও পাইপলাইনবিহীন পয়ঃনিষ্কানের সমন্বয় ঘটাতে কেসিসি ও খুলনা ওয়াসা উভয়েই আগ্রহী।
- **এফএসএম ইউনিট গঠন:** এসএনভি'র কারিগরি সহায়তায় এফএসএম পরিষেবা পরিচালনার সুবিধার্থে কেসিসি একটি পৃথক ইউনিট গঠন করেছে যারা পর্যায়ক্রমে স্বতন্ত্রভাবে এই পরিষেবা চলমান রাখতে পারে। কেসিসি স্যানিটেশন অফিসার (এসও)-এর নেতৃত্বে এফএসএম ইউনিটের জন্য ১০ জন কর্মী বরাদ্দ করেছে। শহরগুলির জন্য আইআরএফ-এফএসএম-এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ইউনিট গঠিত হয়েছে। এসও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার কাছে দায়বদ্ধ, যিনি অন্যান্য ইউনিটের জন্য, যেমন কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন এবং রাস্তা পরিষ্কারের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন।

আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ (বিসিসি)

- **পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য বিসিসি কৌশল:** নগরবাসীর কিছু আচরণের ওপর করা গঠনমূলক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এই কৌশল তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশল অনুযায়ী গণসচতেনতা সৃষ্টি এবং নিরাপদ ও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতাসেবার চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়ে বস্তি ও পরিকল্পিত-উভয় এলাকায় পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ামূলক, শিক্ষা-বিনোদনমূলকসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত তিন বছরে আমরা মোট ৩ লাখ মানুষের সঙ্গে মিশেছি। এই কর্মসূচির শুরুর দিকে ১ শতাংশ মানুষ যন্ত্রের মাধ্যমে (শৌচাগার) পয়ঃনিষ্কাশন করত। আর বর্তমানে ৬ শতাংশেরও বেশি মানুষ পয়ঃনিষ্কাশনের কাজে যন্ত্র ব্যবহার করে।

- **বস্তির পয়ঃনিষ্কাশন:** পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই ও এর মানচিত্র তৈরির জন্য এসএনভি ও নবলোকের সহায়তায় বস্তির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করা হয়। এতে সিডিসি ও কেসিসি'র সঙ্গে যুক্ত হন বিভিন্ন বস্তির পয়ঃবর্জ্যধারক ব্যবহারকারী ৬০ জন। পরে খুলনার ৩৬টি বস্তির ১৫,৫০০ বাসিন্দার শৌচাগারের (যেগুলো জরাজীর্ণ ও অচল ছিল) জন্য ২০০ শৌচাগার ব্যবস্থাপনা কমিটি (টিএমসি) পুনরায় চালু করা হয়। এসব কমিটির কর্তব্য নির্ধারণ, শ্রেষ্ঠ পয়ঃনিষ্কাশনকারী বাছাই ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

সবার জন্য নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনসেবা

- **বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্যপানি শোধন ব্যবস্থা (DEWATS):** নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে আমরা ওয়ার্ড পয়ঃনিষ্কাশন কৌশলের অংশ হিসেবে কিছু এলআইসিতে DEWATS স্থাপনের পরিকল্পনা করছি। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১৭ সালে তিনটি DEWATS স্থাপিত হয়েছিল। এখন DEWATS তৈরি করা হচ্ছে সেগুলোর মতোই। এছাড়া ওয়াটারএইড নবলোকের মাধ্যমে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১২ সালে চারটি DEWATS নির্মাণ করেছিল। পাশাপাশি, নগরের খালিশপুর আবাসিক এলাকার ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪০টি DEWATS নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে অর্থবরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষে এসএনভি'র সহযোগিতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন ডিপিপি প্রণয়ন করেছে।

- **গণশৌচাগার ও এর ব্যবস্থাপনা মডেল:** এসএনভি'র সহায়তায় কেসিসি গণশৌচাগার সুবিধার প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করেছে। এর ভিত্তিতেই খুলনায় ৩৪টি নতুন গণশৌচাগার নির্মাণ ও বিদ্যমান ১৪টির মধ্যে ৯টির সংস্কারের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।। এদিকে, কেসিসি পাবলিক প্লেসে ধারাবাহিক ও মানসম্পন্ন সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি টেকসই ও স্থিতিস্থাপক পরিষেবা মডেল হিসেবে শহরব্যাপী পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থাপনা মডেল তৈরি করছে। পাশাপাশি এসএনভি এক বা একাধিক বছরের জন্য সিংগেল লিজ মডেল অনুসরণ করে একটি লিজ চুক্তিনামা প্রণয়ন করতে কেসিসিকে সহায়তা করেছে।

- **পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (OHS) নির্দেশনা ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ:** পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও এসএনভি যৌথভাবে একটি OHS গাইডলাইন (নির্দেশনা) তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী ১৩৯ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও পয়ঃনিষ্কাশনকর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে তারা পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখতে ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে পারে।

পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন ও শোধন ব্যবস্থা

- **এফএসএম সুবিধার আউটসোর্সিং:** দক্ষ এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক বা পিট খালিকরণ পরিষেবাগুলির মান বাড়ানোর জন্য কেসিসি বেসরকারি কোম্পানিকে যুক্ত করে একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলের অধীনে এফএসএম পরিষেবা পরিচালনা আউটসোর্সিং করছে। এই যৌথ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল আরও বিনিয়োগ আনা এবং নিরাপদে পরিচালিত এই পরিষেবাগুলির প্রচারের জন্য পেশাদারিত্ব বাড়ানো।

- **পরীক্ষামূলকভাবে জ্বালানি তৈরি:** শুকনো কঠিনবর্জ্য দিয়ে চারকোল ও জ্বালানি খণ্ড তৈরি করতে এসএনভি'র সহযোগিতায় কেসিসি গবেষণা করছে। শুকনো বর্জ্যের জ্বালানি গৃহ পর্যায়ে, চায়ের দোকানে বা ইট শিল্পে প্রচলিত জ্বালানির বিকল্প হতে পারে। এটা পরিবেশ ও প্রতিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং এর কোনও দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া নেই। বর্তমানে কেসিসি কার্বন জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে বাড়তি তহবিল খুঁজছে।

- **ব্লক ডিস্লাজিং:** নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন সুবিধার চাহিদা বাড়ানোর বিপণন কৌশল হিসেবে এবং সেবাদানকারীদের দক্ষতা বাড়াতে কেসিসি সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার চালাচ্ছে যা ব্লক ডিস্লাজিং নামে পরিচিত।

যোগাযোগের তথ্য:

মোঃ আজমুল হক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মোবাইল: +৮৮০ ১৭১২১২৬৬৬১
ই-মেইল: haqueazmul1277@yahoo.com
sec.kcc.kln@gmail.com

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
২৮ কে. ডি. ঘোষ রোড, খুলনা
ফোন: +৮৮০২-৪৭৭৭২০৪০৯
https://khulnacity.portal.gov.bd
https://khulnacity.org

SNV

এসএনভি বাংলাদেশ অফিস:
বাসা-১১, রোড-৭২, গুলশান-২
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

ফোন :+৮৮০২ ২২২২ ৮৮ ৭০৮-৯
+৮৮০২ ২২২২ ৮৮ ৯৮৪
ই-মেইল :bangladesh@snv.org
ওয়েবসাইট :www.snv.org/country/bangladesh

twitter.com/SNVworld
facebook.com/SNVworld
facebook.com/SNVBangladesh